প্রতিশ্রুতিগুলোকে অবহেলায় না রেখে বরং বাস্তবায়নে একসাথে কাজ করা

গ্রান্ড বার্গেইন-কে ঘিরে এলায়েন্স ফর এম্পাওয়ারিং পার্টনারশীপ (*A4EP*) এর বিবৃতি

এলায়েন্স ফর এম্পাওয়ারিং পার্টনারশীপ (*A4EP*) হলো দক্ষিণের দেশগুলোতে অবস্থিত বেসরকারি সংগঠনগুলোর একটি বৈশ্বিক জোট। সদ্য এটি গ্রান্ড বার্গেইন এর ৬৩ তম অনুস্বাক্ষরকারী হয়েছে। এই সংগঠনটি স্থানীয় সংগঠনগুলোর অধিকতর কার্যকরি, দক্ষ এবং সময়োপযোগী সাড়াদানের অভিজ্ঞতাগুলোকে জানবে এবং গ্রান্ড বার্গেইনের নীতি-নির্ধারণী আলোচনায় সেগুলোকে তুলে ধরবে যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষ। স্থানীয় সংগঠনগুলোর সাথে সমতাভিত্তিক অংশিদারি সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বাধাগুলো দূর করতেও *A4EP* আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সাথে কাজ করবে। দেশিয় পর্যায়ে এবং গ্রান্ড বার্গেইন পরিচালনের বৈশ্বিক পর্যায়ে সংগঠনগুলোর মধ্যে সমতাভিত্তিক এবং সহযোগিতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করতেও *A4EP* অন্যদের সাথে কাজ করবে।

গত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় গ্রান্ড বার্গেইন বাস্তবায়নে এর ধীর গতি লক্ষ্য করা গেছে এবং দীর্ঘদিনের এই চর্চায় হঠাৎ করেই পরিবর্তন আসবে না। আগামী দুই বছরের জন্য যে এ্যাডহক কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা আসলে কাঙ্খিত পরিবর্তন বয়ে আনবে না। বর্তমান কোভিড প্যানডেমিক, জলবায়ু তাড়িত সংকট ও এর দীর্ঘমেয়াদি অভিঘাতকে বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান গ্রান্ড বার্গেইন, ভলিউম-২.০ কে আরো দীর্ঘ মেয়াদে নিতে হবে এবং এর দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এসডিজি, দুর্যোগ মোকাবেলায় সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক এবং জলবায়ু বিষয়ক প্যারিস চুক্তির আলোকে সেগুলোর বাস্তবায়ন করতে হবে। দেশিয় পর্যায়ে গ্রান্ড বার্গেইনের প্রতিশ্রুতিগুলোকে অর্থবহভাবে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশিয় পরিস্থিতিকে বিবেচনায় আনতে হবে। এটি বাস্তবায়নে দেশিয় পর্যায়ে একটি রোডম্যাপ থাকতে হবে। এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জবাবাদিহিতা নিশ্চিত করতে মনিটরিং ও ইভালুয়েশন ফ্রেমওয়ার্ক থাকবে। আর তাই-

১. বর্তমান গ্রান্ড বার্গেইন, ভলিউম-২.০ এর সময়সীমা ২০৩০ পর্যন্ত বর্ধিত করতে হবে।
২. দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষগুলোর মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন এবং তাদের চাহিদাগুলো পূরণে যথাযথ অগ্রগতি সাধন করতে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনাগুলোতে এ নিয়ে আলোচনা করতে হবে।
৩. দেশিয় পর্যায়ে স্থানীয়করণ অগ্রগতি পরিমাপের জন্য একটি পর্যালোচনা করতে হবে এবং দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষকে দক্ষতার সাথে, কার্যকরি এবং সময়োপযোগি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে একটি রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে যেখানে স্থানীয়রাই হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও বাস্তবায়নকারী।
৪. স্থানীয় সংগঠনগুলোর সহ-নের্তৃত্বে একটি স্থানীয়করণ টাস্কফোর্স তৈরি করতে হবে যার সহায়তা দান করবে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো। যৌথভাবে তারা দেশিয় অগ্রগতি মনিটরিং করবে।

কাজের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে

তহবিল সংগ্রহের প্রতিযোগিতা আরো গভীর ও বড়ো হওয়ায় আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো এখন জাতীয় এনজিওতে পরিণত হচ্ছে এবং পরিতাপের বিষয় যে জাতিসংঘের এজেন্সিসমূহ বর্তমানে তহবিল/ অনুদান গ্রহণকারী দেশগুলোতেও তহবিল সংগ্রহ করছে। আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ ও জাতিসংঘের এজেন্সিগুলো দেশে দেশে পরিচালন, নীতিমালা ও সম্পদে তাদের আধিপত্য তৈরি করছে।

গ্রান্ড বার্গেইন-এ স্বাক্ষরকারী সংস্থাগুলো যদি স্থানীয়করণ এবং অংশগ্রহণ বিপ্লবের যথাযথ অগ্রগতি চায়, তাহলে তাদেরকে আইএএসসি (Inter-Agency Standing Committee) এর ডেফিনেশন পেপার আবারো পড়তে হবে ও এর সঠিক সংজ্ঞা নিরপেক্ষভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং এর আলোকে স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা নাগরিক সংগঠনগুলোর জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। গ্রান্ড বার্গেইনে স্বাক্ষরকারী সংগঠনগুলোকে স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা সংস্থাগুলোর রিপ্লেসিং বা প্রতিস্থাপক হওয়া যাবে না। তাই-

১. আইএএসসি (Inter-Agency Standing Committee)-সংজ্ঞা অনুযায়ী স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সংজ্ঞা পর্যালোচনা ও সংশোধন করতে হবে এবং অগ্রগতি পরিমাপের জন্য লোকালাইজেশন মার্কার (Localization Marker) তৈরি করতে হবে।
২. আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর জাতীয় এনজিওতে পরিণত হওয়া বন্ধ করতে হবে। আইএনজিওগুলোর দেশিয় পর্যায়ে নিবন্ধনকৃত শাখাগুলোকে স্থানীয় সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। তবে মধ্যস্থতাকারি হিসেবে তারা স্থানীয় পর্যায়ে গড়ে ওঠা সংগঠনগুলোর জন্য পরিপূরক ভূমিকা পালন এবং সহযোগিতা প্রদান করে যাবে। তারা তাদের দায়িত্বেও পরিবর্তন আনবে, সরাসরি কর্মসূচি বাস্তবায়ন থেকে সরে আসবে এবং স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থাগুলোকে সুযোগ করে দেবে।
৩. আইএনজিও ও জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোকে স্থানীয় সংস্থাগুলোর রিপ্লেসিং বা প্রতিস্থাপক হওয়া যাবে না। তাদের বরং স্থানীয় সংস্থাগুলোকে আরোও বেশি শক্তিশালী করার জন্য কাজ করতে হবে, পাশাপাশি ঝুঁকি ভাগাভাগি করে নিতে হবে এবং তাদের পরিপূরক হতে হবে।

বৈশ্বিক আলোচনায় স্থানীয় সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে

বর্তমানে বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে তহবিল ব্যবস্থাপনার মাঝে এক ধরণের কর্তৃত্ববাদী ও উপনিবেশিক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কিছু শক্তিশালী সংস্থার হাতে থেকে যাওয়ায় তারা এক ধরণের পিতৃতান্ত্রিক আচরণ প্রকাশ করে। গ্রান্ড বার্গেইন প্রক্রিয়া এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্থানীয় সংস্থাগুলোর অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ একেবারে নেই বললেই চলে। স্থানীয় সংস্থার উপস্থিতি আছে অথচ তাদের কথা শোনা হয়না কিংবা তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে না কারণ তারা সর্বদা গণনার বাইরেই থাকে। সুতরাং–

১. গ্রান্ড বার্গেইন প্রক্রিয়ায় স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের বিভিন্ন নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি ও তাদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আরও উন্মুক্ত এবং বিস্তৃত করতে হবে।
২. গ্রান্ড বার্গেইনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক সুশাসন নিশ্চিত করতে এই প্রক্রিয়াকে আরও অংশগ্রহণমূলক করতে হবে যেন এটি মুষ্টিমেয় কিছু ক্ষমতাধর আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের হাতে আবদ্ধ না থাকে।
৩. একটি নিরাপদ ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে যেখানে স্থানীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা স্বাধীনভাবে তাদের সত্য কথাগুলো প্রকাশ করতে পারবে এবং এর জন্য তারা কোন দুর্ব্যবহার বা প্রতিশোধের শিকার হবে না।
৪. গ্রান্ড বার্গেইন প্রক্রিয়াটিকে একটি টেমপ্লেট বা ফরমেটে রূপান্তর করতে হবে যেখানে স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠনগুলো তাদের স্থানীয় চাহিদানুযায়ী বিকশিত হতে পারে। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো এ ক্ষেত্র তাদেরকে সহায়তা প্রদান করবে।

তহবিল এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা

স্থানীয় সংগঠনগুলো তহবিল এবং অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে কম অগ্রগতি সাধন করেছে। সুতরাং–

১) আর্থিক সহায়তা গ্রহণকারী দেশগুলোতে দেশিয় মালিকানাভিত্তিক এবং স্থানীয় নেতৃত্বে পুল ফান্ড গঠন করতে হবে যার একটি নির্দিষ্ট অংশে শুধুমাত্র স্থানীয় সংস্থাগুলোই আবেদন করতে পারবে।
২) গঠিত পুল ফান্ড অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে পরিচালনা করতে হবে।
৩) গ্রান্ড বার্গেইন–৪ এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উক্ত পুল ফান্ড শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে। মধ্যস্ততাকারীদের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থাগুলোকে সরাসরি সহায়তা প্রদানের করার লক্ষ্যে তাদের একটি পুল তৈরি করা হবে।
৪) স্থানীয় সংস্থাগুলি যারা তাদের কমিউনিটির প্রতি দায়বদ্ধ, তাদেরকে প্রয়োজনীয় ওভারহেড কস্ট এবং বহুবার্ষিক তহবিল সহজ শর্তে প্রদান করতে হবে যেন তারা এলাকায় সময়ানুযায়ী, কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সাথে সাড়া প্রদান অথবা সম্ভাব্য কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
৫) সকলের জন্য ব্যবহারযোগ্য একটি সহজ ও বোধগম্য ড্যাশবোর্ড স্থাপন করতে হবে এবং আইএটিআই (IATI) নীতিমালাকে অনুসরণ করতে হবে। এর ফলে দেশের কোথায় তহবিলের প্রয়োজন আছে তা সকলেই জানতে পারবে। তহবিল গ্রহণকারী ব্যক্তি থেকে দাতা সংস্থা পর্যন্ত একটি উন্মুক্ত ফিডব্যাক দেয়া–নেয়া পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে।

এলায়েন্স ফর এম্পাওয়ারিং পার্টনারশীপ (A4EP) এর সদস্যরা হলেন–

ওয়েবসাইটঃ www.A4EP.net, Twitter: @A4EP2

আরও তথ্যে জন্য যোগাযোগ করুনঃ

Singh, Sudhanshu S, CEO, Humanitarian Aid International, India, Email: sssingh@hai-india.org Mobile: +91 9953 163 572 https://hai-india.org	Patel, Smruti: Director, Global Mentoring Initiative, Switzerland email: spatel@gmentor.org Tel: +41 79 561 4749 www.gmentor.org